

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

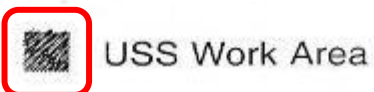
পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

www.udayanbd.org

www.facebook.com/udayanuss
gmail: uss.gaibandha@gmail.com

সম্পাদনায়	:	মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল
প্রতিবেদন তৈরীতে	:	রিতি আক্তার হেনা রানী আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ ও ডিজাইনে	:	আহসান হাবীব
প্রকাশনায়	:	ডকুমেন্টেশন সেল উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
মোবাইল	:	০১৭১১-৪১৩৭৬৫.
ইমেইল	:	uss.gaibandha@gmail.com
ফেইসবুক	:	www.facebook.com/udayanuss
ওয়েব সাইট	:	www.udayanbd.org

MAP SHOWING THE WORKING AREA OF UDAYAN SWABOLOMBEE SANGSTHA (USS)



-ঃ সূচী পত্র ঃ-

বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ -----	১
সম্পাদনা -----	২
বাংলাদেশের মানচিত্রে সংস্থার কর্মএলাকা -----	৩
সূচীপত্র -----	৪
পরিচালকের দু'টি কথা -----	৫
ভিশন, মিশন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য -----	৬
কর্মসূচী সমূহ ঃ -----	৭
কর্ম এলাকা ও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী -----	৮-৯
শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন-----	১০-১১
জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন-----	১২-১৪
জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন-----	১৫-১৭
সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন -----	১৮-১৯
স্বাস্থ্য উন্নয়ন-----	২০
দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা -----	২১
বিভিন্ন সমাবেশ ও দিবস উদ্‌যাপন -----	২২
এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার তথ্য -----	২৩
নেটওয়ার্ক সদস্য -----	২৪
Organogram of USS -----	২৫
অডিট -----	

পরিচালকের দু'টি কথা

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক সংস্থা, যা ১৯৭৯ সালের ১৮ মে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই প্রান্তিক ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে সে জীবন জীবিকায় অবদান রাখতে পারে-এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৯১ সালে এন,জি,ও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন (Resistration) লাভ করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যসেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সুশাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু সহনশীল ও চরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নমূলক জীবন ঘনিষ্ঠ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদয়নের রয়েছে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা। উদয়নের কর্মকাণ্ডকে তাৎক্ষণিক ও নিয়মিত এই প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উদয়ন যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোকে তাৎক্ষণিক ও ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডগুলোকে নিয়মিতকাজ বলা হয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে যে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া খুবই জরুরী। ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের আয়বৃদ্ধি, সম্পদ সমূহে অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এটা শুধু নারীর জন্যই নয় গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পিছিয়েপড়া মানুষেরই কল্যাণ বয়ে আনবে বলে অত্র সংস্থা মনে করে। সুদীর্ঘ কর্ম অভিজ্ঞতায় উদয়ন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে সাময়িক ত্রাণ সরবরাহ কিংবা পুনর্বাসন জনগণের উন্নয়নে স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পারে না। তাই তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অতিদরিদ্রের জীবনমান স্থায়ীভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গ্লোবাল ভিলেজের এই স্বরব সময়ে রাষ্ট্রের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে অত্র সংস্থা, কারিগরি শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যা এ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এবং এসডিজি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



(মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল)

নির্বাহী পরিচালক

ভিশন (Vision)

ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ

মিশন (Mission)

জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই জনসংগঠন তৈরী, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আদর্শ

সাহায্য নয় সহযোগিতা

নীতি

১. অংশগ্রহণ
২. স্বচ্ছতা
৩. জবাবদিহিতা
৪. প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধীদের অংশীদারীত্ব
৫. শিশু বান্ধব পরিবেশ।

মূল্যবোধ

১. গণতন্ত্র
২. সমতা
৩. ন্যায্যতা
৪. সৃজনশীলতা ও
৫. সংবেদনশীলতা।

উদ্দেশ্য

- স্বাবলম্বী গ্রাম উন্নয়নে সুবিধা বঞ্চিত নারী -পুরুষদের ক্ষমতায়িতকরণ ও টেকসই জন সংগঠন তৈরী
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থানীয় পর্যায়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কার্যকরী জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের ছেলে মেয়েদের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রকার জেডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা।
- স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য সিবিও গঠনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বীতা অর্জনে আয়-উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দুর্গম চর এলাকায় স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।
- জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষাকারী সম্পদের ধ্বংস রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ এবং নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলনকে বেগবান করা।
- জনগণকে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গঠন, সবার জন্য স্যানিটেশন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, ধূমপান ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করা।
- দুর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগণকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করা।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রধান প্রধান কর্মসূচী

১. শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;

- ✓ শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- ✓ তথ্য ও প্রযুক্তি।
- ✓ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট।
- ✓ বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ✓ প্রশিক্ষণ।

২. জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন;

- ✓ স্বাবলম্বী কৃষি
- ✓ আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- ✓ হস্তশিল্প
- ✓ সম্পদ হস্তান্তর
- ✓ ভ্যালু চেইন

৩. জেডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন;

- ✓ জেডার ও উন্নয়ন
- ✓ সুশাসন
- ✓ নারী অধিকার
- ✓ শিশু অধিকার
- ✓ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৪. সুশাসন ও জনসংগঠন কর্মসূচী;

- ✓ সচেতনতা বৃদ্ধি
- ✓ জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- ✓ সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী।

৫. স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী ;

- ✓ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- ✓ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
- ✓ স্বাস্থ্য ও সেবার মানবৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।

৬. দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা;

- ✓ উদ্ধার কার্যক্রম
- ✓ দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- ✓ শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ✓ ত্রাণ ও পুনর্বাসন

কর্ম এলাকা

গাইবান্ধা জেলার ৩ টি উপজেলাঃ

১। সাঘাটা। ২। ফুলছড়ি। ৩। গাইবান্ধা সদর

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সম্মিলিত নীতি নির্ধারণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সংগঠন হিসাবে গাইবান্ধা জেলায় কার্যমুম বাস্তবায়ন করছে।

কার্যমুম ভূক্ত এলাকা জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম সংখ্যা
গাইবান্ধা	সাঘাটা	১। পদুমশহর ২। ভরতখালী ৩। সাঘাটা ৪। মুক্তিনগর ৫। কচুয়াড ৬। ঘুড়িদহ ৭। হলদিয়াচ ৮। জুমারবাড়ী ১০। বোনারপাড়া	১০৭ টি
	ফুলছড়ি	১। গজারিয়া ২। ফুলছড়ি	১৬ টি ১৬ টি
	গাইবান্ধা সদর	পৌরসভা	০১ টি
মোট ০১	০৩ টি	১২ টি	১২৪ টি

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী :

উত্তরবঙ্গের নদী ঐতিহ্যবাহী জনপদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সিংহভাগ জনগণ দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। এদের মধ্যে চরম দরিদ্র, নিরক্ষর, অদক্ষ, স্বল্প উপার্জনক্ষম, অধিকার বঞ্চিত ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার; বিশেষত নারী, প্রতিবন্ধী ও শিশু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জনগণই উদয়নের বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন



শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সাঘাটা এবং ফুলছড়ি উপজেলা অধিকতর দূর্যোগ কবলিত এলাকা। এই দুই উপজেলার চর ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকার জীবনযাত্রার মান যেমন পিছিয়ে আছে তেমনি এখানে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ খুবই কম। কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশকে মানসম্মত শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত রেখে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায় না। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকেই শিক্ষার সার্বিক গতিকে ত্বরান্বিত ও বিকশিত করতে কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর



ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী করা ওমৌলিক শিক্ষা প্রদান করা। ঘরোয়া এলাকায় উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মাধ্যমে অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষায় দুর্বলতা

দূরীকরণের জন্য English & ICT in After School Club Project বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্তরোত্তর বিকাশের মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নানাভাবে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদয়ন টেকনিকেল ইন্সটিটিউট এর আওতায় আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণদিয়ে আসছে। যাহা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার (ভিশন ২০২১) অর্জনে সহায়তা করছে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- ১) উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের তথ্যঅধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- ৩) মার্চ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের তথ্য সেবা বৃদ্ধিকরণ।
- ৪) তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে কারিগরি (কম্পিউটার) শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কাজে সহযোগিতা করা।

- ৫) কর্ম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সভা, মতবিনিময়, কর্মশালার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া।
- ৬) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা।
- ৭) শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও বিভিন্ন পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করা।



কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ : প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, অভিভাবক, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি এদেরকে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেই লক্ষ্যে তারা যাতে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সেই জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন মা সমাবেশ, এসএমসি মিটিং পিটিএ মিটিং, জয়ফুল লার্নিং, সঠিক নিয়মে এ্যাসেম্বলী এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষা ওয়াচ

কমিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত ফলাফল
১	মা সমাবেশ	৫০টি	৪৫ টি
২	কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা	৪টি	৪টি
৩	ইসুভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসনের সাথে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির লবিং	৪টি	২টি
৪	বই পড়া উৎসব	১ টি	১টি
৫	আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন	১ ব্যাচ	১৫জন
৬	বিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা	৬টি	৬টি
৭	বিদ্যালয় ভিত্তিক বনভোজন		
৮	বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাঠ ভরাটকরণ		
৯	বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর	০২	

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
চরাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সময়মত ও নিয়মিত উপস্থিতি	কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসির সময়মত মিটিং, প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ এবং এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলাফল :

শিক্ষক, এসএমসি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, পিটিএ সদস্যদের শিক্ষায় অবদান রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন

গাইবান্ধা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ জেলা। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, শীত, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। অসময় ও আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় ফসলের মাঠ। ফলশ্রুতিতে, ফসল উৎপাদন হ্রাস, কাজের অভাব দেখা দেয়। এছাড়া চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমি এক ফসলি হওয়ার কারণে বছরে প্রায় ৪-৫ মাস কৃষিজীবী পরিবার তথা কৃষি শ্রমিকদের অলস সময় কাটাতে হয় অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে যেতে হয়। জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে উদয়নবিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা আসছে যা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. কুটির শিল্প (হস্তশিল্প)
২. স্ক্রীণ প্রিন্ট
৩. উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
৪. উদয়ন উইমেনস্ কর্ণার
৫. এমটিবি এজেন্ট ব্যাংক

কর্মসূচির এ্যাগ্রোচ :

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের আয় বৃদ্ধিতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ এর মাধ্যমে আয়ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।



কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	হস্তশিল্প, সেলাই ও টেইলারিংয়ে এরমত বিভিন্ন ধরনের আয়মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য লক্ষিত নারীদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন পরিমাপ করা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত করণ	৪০০ জন	১২০০ জন	
২	কিশোর- কিশোরীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	২ ব্যাচ	৩০ জন	
৩	স্বল্প মূল্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট ভোগ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়া			

ফলাফল :

- শিক্ষার্থীরা হাতের কাছে স্বল্প টাকায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কম মূল্য তাদের হাতের কাছে ভোগ্য পণ্য পাচ্ছে।

হামি এহন ভালা আছি

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার সাঘাটা ইউনিয়নে বাঁশহাটা গ্রামে মৃত এরশাদ মন্ডল এর সাথে ১৮ বছর আগে বিয়ে হয় কাকুলী বেগম এর। পারিবারিক অভাব, অশান্তি ও নানান সমস্যার কারনে বিয়ের ১০ বছর পর এক ছেলে ও এক



প্রতিবন্ধী মেয়েকে রেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মোঃ এরশাদ মন্ডল মারা যায়। এর পর কাকুলী বেগম এর শুরু হয় ছেলে মেয়েদের নিয়ে জীবযুদ্ধে বেছে থাকার লড়াই। অন্যর বাড়িতে কাজ করে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাটি কাটার কাজ করে তিনি তার ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া ও কোনমতে সংসার চালাতেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার সাথে পরিবারে তার টাকার চাহিদা আরো বেড়ে যায় যা কাকুলী বেগম কোন ভাবেই পূরণ করতে পারছিল না। এরপর উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহায়তায় হস্তশিল্পের মাধ্যমে বাঁশহাটা গ্রামে একটি গ্রুপ গঠন করা হয়। সেখানে সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে কাকুলী বেগম সদস্য হয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং যেমন ব্লক বাটিক, এপ্লিক এবং সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখান থেকে আয় করতে থাকে। এতে করে তার মাসে কমপক্ষে দুই হাজার টাকা আয় হতো। সেই সাথে ছাগল পালন, হাঁস মুরগী পালন ও অন্যের বাড়িতে দিনমজুরী দিয়ে যা আয় আসে তা দিয়ে তিনি তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সহ

পরিবারে খাদ্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। কাকুলী বেগম বলেন- “হামার সোয়ামী মর্যা যাওয়ার পর চোখে আন্ধার দেখছিলাম তয় উদয়ন এর সিলাই কাম করে হামার অনেক উপকার হছে। হ্যার সাহায্যে হামি হামার বেটা- বেটি নিয়া এখন ভালাই আছি।”

সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন :

প্রতিটি সরকারই বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কম-বেশি নীতিমালা তৈরী করলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কারণে বেশির ভাগ নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, দায়বদ্ধ সরকারীসেবা তথা সেবায় দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, অধিকার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গরীব, সুবিধা বঞ্চিতনারী-পুরুষের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। নাগরিক সংগঠন “লোকমোর্চা”, হেলথ ওয়াচ কমিটি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, সুফিয়া কামাল ফেলো, সামাজিক উদ্যোক্তা দল গঠন ও তাদের এ্যাডভোকেসী কাজে সক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিতমূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, ভেল্যুচেইন গ্রুপ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পন্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে অগ্রগতিতে জনসংগঠনগুলো সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মাঝে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. জনসংগঠন/ গ্রুপ তৈরি, প্রশিক্ষণ, এ্যাডভোকেসী, লবিং, লিংকেজ, মতবিনিময় সভা ওবিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ :

এই কর্মসূচির কার্যক্রম মূলত: এ্যাডভোকেসীমূলক। মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম, লবিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সেবারমান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী করা এবং সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা ও সম্ভবনাগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সাথে সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরে তার ইতিবাচক পরিবর্তনসহযোগিতা করা। প্রয়োজনে নীতিমালা সংশোধনে সুপারিশ করা অন্যতম কাজ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সামাজিক নিরীক্ষা (অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান, ভিজিডি, ভিজিএফ)	২৫৬ জন	২৫৬ জন

স্বাস্থ্য উন্নয়ন

বাংলাদেশের অনগ্রসর জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। জেলার প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে অসচেতনতার জন্য বিভিন্ন রোগে ভুগে থাকে। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অসহযোগিতা, সেবাগ্রহণকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এর কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি হতে এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুর গুণগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দাবী আদায়ের জন্য কমিউনিটির সামর্থ্য বৃদ্ধি।



প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. স্বাস্থ্য ক্যাম্প।
২. সাঘাটা ডায়াবেটিক সমিতি স্থাপন।
৩. স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক ক্যাম্পেইন।
৪. এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ : জনসংগঠনের মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি এ্যাপ্রোচ এ, সেবাদানকারীদের জবাব দিহীতা বৃদ্ধি করা জনসচেতনতা বৃদ্ধিও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, গটিয়া মিয়াবাড়িতে স্বস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ২২৫০ রোগীকে সেবা প্রদান।



এর মধ্যে যে সকল রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয় তাদের মধ্যে নিউরোলজী, নাক কান ও গলা, কার্ডিওলজী, হৃদরোগ, মেডিসিন, ও বিনামূল্য ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া উদয়ন মহিলা কলেজে হাইপারটেনশন এন্ড রিসার্স স্টোর এর উদ্যোগে প্রায় ২০০ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সেই সাথে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে গটিয়া মিয়াবাড়ি দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্য চক্ষু ক্যাম্প এর

আয়োজন করা হয়। এখানে ১৭০ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া এলাকার চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	ডায়াবেটিস পরীক্ষা ও পরামর্শ	১২০০ জন	৭৫০ জন
০২	রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা	১৫০০ জন	১০১০ জন
০৩	প্রেসার মাপা ও পরামর্শ	২০০০ জন	২০২৫ জন
০৪	উচ্চতা অনুযায়ী ওজন ও তাপমাত্রা মাপা	৮০০ জন	৮১০ জন
০৫	অ্যালবুমিন পরীক্ষা	৫০০ জন	৩০০ জন

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়মিত ও সময়মত খোলা ও সেবা প্রদান	জনসংগঠনগুলোর এ্যাডভোকেসী ও ফলোআপের মাধ্যমে সমস্যার উত্তারণ হয়েছে।

ফলাফল :

১। স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। স্বাস্থ্যসেবার জন্য
বিনামূল্যে সেবা পাওয়া
যায়, সে বিষয়ে সচেতন
হয়েছে।

৩। সেবা গ্রহণকারী বৃদ্ধি
পেয়েছে।

৪। সরকারী
স্বাস্থ্যসেবাদানকারী
প্রতিষ্ঠানসমূহে দরিদ্র
জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা
বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। সরকারী
স্বাস্থ্যসেবাদানকারী
প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিগণের
সেবাদানে অধিকতর
আন্তরিকতা বৃদ্ধি
পেয়েছে।

৬। স্থানীয় জনগণ সঠিকভাবে ডায়াবেটিস পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে।



দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, শীত, অতিবৃষ্টি, এসব নানাবিধ কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা দুর্যোগকে রোধ করতে পারিনা কিন্তু দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর প্রভাব বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। শুধুমাত্র দুর্যোগ প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, আগাম বার্তা পদ্ধতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া, বন্যা ও নদীভাঙ্গনে দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম, জরুরী ত্রাণ বিতরণও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতামূলক কাজ;
২. সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ;
৩. স্বাস্থ্য ক্যাম্প;
৪. প্রশিক্ষণ;
৫. উদ্ধার কাজে সহায়তা;
৬. প্রয়োজনে ত্রাণ ও পূর্ণবাসনের কাজ।
৭. আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন
৮. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

কর্মসূচির অ্যাপ্রোচ :

প্রতিবছর বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে আনা ও বন্যা পরবর্তীতে তাদেরকে আবার আবাসস্থলে ফিরিয়ে দিয়ে আসা হয়। সেই তাদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

চ্যালেঞ্জ	গুভারকাম
দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংকট	দেশী বিদেশী সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে

ফলাফল :

১. বন্যাকালীন সময়ের জন্য শুকনা খাবার জমা রাখার অভ্যাস; ২. বসতভিটা উচুকরণ; ৩. উচু স্থানে নলকূপ স্থাপন;
৪. জলবায়ু সহনশীল চাষাবাদ।

দিবস উদযাপন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন সমাবেশ ও দিবস উদযাপনঃ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের সহিত সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে। দিবস উদযাপনের জন্য র্যালী, সমাবেশ, সেমিনার, মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০১৭ সালে যে সকল দিবস উদযাপন করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো-

বই পড়া উৎসব, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক দারিদ্র



বিমোচন দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস, গ্লোবাল এ্যাকশন উইক ও বিশ্ব নারী দিবস এবং উদয়ন এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।



সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে, সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চর্চার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে জনগণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব যা অন্যান্য মাধ্যমে সহজে সম্ভব নয়। উদয়ন তাই শুরু থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এর চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করেছে। কর্মীদের দ্বারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক টীম গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাংস্কৃতিক দল গঠনে সহযোগিতা ছাড়াও জনসচেতনতার জন্য নাচ, গান, গণ নাটক, জারীগান ইত্যাদি করে থাকে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা :

লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈহিক গঠন এবং শিশুদের আনন্দ বিনোদন লাভের জন্য প্রতি বৎসরের মত ২০১৮ সালে স্কুল-কলেজ ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে খেলাধুলার পাশা-পাশি শ্রেণী ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা নাচ, গান, কৌতুক ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, এলাকার সুধীজন ও সাধারণজনগণ এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করেন।



এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

সংস্থার নাম	:	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা(USS)
		পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
যোগাযোগের ঠিকানা	:	গ্রাম : পুটিমারী, ডাকঘর : খামার ধনাবুহা, উপজেলা : সাঘাটা, জেলা : গাইবান্ধা-৫৭৬১।
মোবাইল নং	:	০১৭১১৪১৩৭৬৫ ০১৭১৩৪৮৪৬৬৯
ইমেইল	:	uss.gaibandha@gmail.com
ফেসবুক	:	www.facebook.com/ussgaibandha
ওয়েব ঠিকানা	:	www.udayanbd.org
সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৮ মে ১৯৭৯
আইনগত বৈধতা	:	সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২৬৩/১৯৮১ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৬৬/১৯৯১
সংস্থার ধরণ	:	স্থানীয়
সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও পদবী	:	মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল নির্বাহী পরিচালক

সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকা : গাইবান্ধা

প্রধান কর্মসূচীসমূহ :

- ১। শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
- ২। জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন
- ৩। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
- ৪। সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন
- ৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- ৬। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

মোট দল ও সদস্য সংখ্যা : মোট দল : ৭৬১ টি, মোট সদস্য : ৯০৫৭জন ,

কর্মী সংখ্যাঃ

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত	১৮	৬	১৮
সেচ্ছাসেবী	১৩০	২২	১৭০
মোট	১৪৮	২৮	১৮৮

নেটওয়ার্কের সদস্য

01. ADAB-Association for Development Agencise in Bangladesh
02. BSAF-Bangladesh Shishu Adhikar Forum
03. VHSS-Voluteery Health Service Socity
04. CAMPE-Campaign for Popular Education
05. CWCS.

06. ALRD-Association for Land reform and Development
07. Governance Coalition.
08. Gaibandha Unnayan Network.
09. NGO Forum forPublic Health.
10. PMS-Prantik Manusher Sanghati
11. BEN-Bangladesh Education Network

Organogram of USS

